স্মার্ট প্যারেন্টিং উইথ মুহাম্মাদ ﷺ
(শিশু প্রতিপালনের নববি কর্মকৌশল)

মাসুদ শরীফ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের উসওয়াতুন হাসানা। সন্তান প্রতিপালনের নববি পদ্ধতি তাই মুসলিম পরিবার কাঠামোতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ। *স্মার্ট প্যারেন্টিং উইথ মুহাম্মাদ* ﷺ গ্রন্থে আমরা সেই প্রশিক্ষণের দৃশ্যকল্প আঁকার একটা প্রয়াস নিয়েছি।

ভালো কিংবা খারাপ– দুটো অভ্যাসেরই বীজ বোপিত হয় শৈশবে। জীবন সফরের শুরুতেই গড়ে উঠা অভ্যাস বাকি জীবনের পুরোটা জুড়ে প্রভাবক হয়ে দাঁড়ায়। শিশু মননের ভেতরটাতে তাই শুরুতেই এঁকে দিতে হয় ভালো অভ্যাসের রাজটিকা। আমাদের মহানায়ক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান প্রতিপালন নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণের মধ্যেই সফল মুসলিম প্যারেন্টিং গাইড বিরাজমান।

নবিজি তাঁর অসাধারণ প্যারেন্টিং মেথডলজি দিয়ে এমন কতক শিশুকে বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যারা তামাম পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। নবিজি তৈরি করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ সব জ্ঞানবণিক। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানেই প্রস্তুত হয়েছিল হুসাইন (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-এর মতো আমৃত্যু লড়ে যাওয়া অনঢ় মনোবলসম্পন্ন তরুণ। গড়ে তুলেছিলেন এক আত্মবিশ্বাসী প্রজন্ম; যারা গোটা দুনিয়াতে সত্যের আলোকমশাল বয়ে নিয়েছিল।

জায়েদ বিন হারিসা (রা.), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.), আলি বিন আবু তালিব (রা.)-এর মতো প্রজন্মই শত বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে ইসলামে অমিয় শান্তির সরাব পান করিয়েছিল। দিকে দিকে কালিমা তাইয়্যিবার বিজয়কেতন উড়িয়েছিল।

নবিজি কীভাবে তাদের নির্মাণ করেছিলেন? কীভাবে তাদের ভেতরটাকে পরিচর্যা করেছিলেন? এই গ্রন্থে আমরা সন্তান প্রতিপালনের নববি স্টাইল বুঝতে চেষ্টা করব।

জাহেলিয়াতেরে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া আজকের পৃথিবীতেও যদি আমাদের সন্তানদের প্রত্যাশিত মঞ্জিলে পৌঁছাতে চাই, তাহলে অবশ্যই নবিজির প্রদর্শিত সুন্নাহর দিকেই নজর রাখতে হবে। তাহলে আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকেও বের হয়ে আসবে সাহাবায়ে কেরামের মতো যুগশ্রেষ্ঠ সব সোনালি মানুষ।

তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল লেখক জনাব মাসুদ শরীফ ইতোমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে তার মুন্সিয়ানার প্রমাণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থে লেখকের সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকছে ইনশাআল্লাহ। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স–এর পক্ষ থেকে সম্মানিত লেখকসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাঠকবৃন্দ সন্তান প্রতিপালনসংক্রান্ত নতুন কিছু এখানে খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আগামী প্রজন্ম বিশ্বাসের পরশে পরিশুদ্ধ হয়ে বেড়ে উঠুক।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
শিশু-কিশোরদের চোখে নবিজি ﷺ	**১৩**
কিশোরদের চোখে নবি মুহাম্মাদ ﷺ	১৬
নবিজির মুখমণ্ডল	১৮
নবিজির চুল	১৯
নবিজির ব্যবহার	২২
নবিজিকে ঘিরে থাকা শিশু-কিশোররা	২৩
আবেগ-অনুভূতি	**২৬**
গর্ভে থাকা শিশুর প্রতি দয়া-মায়া	৩২
বাচ্চাদের চুমু খাওয়া	৩৫
বাচ্চাদের কোলে নেওয়া	৩৬
উপহার	৩৯
বাচ্চারা যখন ভুল করে	৪১
কন্যা	৪৩
আরেকটি মজার ঘটনা	৪৪
ঈমান বিকাশ	**৪৭**
নবির ভালো লাগা, আমার ভালোবাসা	৫২
সিরাহ রহস্য	৫৩
আল্লাহকে বিশ্বাস	৫৫
পরজীবনে বিশ্বাস	৫৭
তাকদির বা ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস	৫৮
কুরআনের প্রতি ভালোবাসা	৫৮
কুরআনের প্রতি কীভাবে ভালোবাসা বাড়াবেন	৬০
ঈমান গেঁথে দেওয়ার বটিকা	৬২
ইবাদত	**৬৪**
প্রশিক্ষণ	৬৬
সুখস্মৃতি	৬৮

পুরস্কার	৭২
ইবাদতে অভ্যস্ত করার বটিকা	৭৪
নীতিকথার পাঠ	**৭৬**
অসামান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৭৮
দরদের অনুভূতি	৮০
বাবা-মায়ের সঙ্গে ভালো আচরণ	৮৩
পাশের বাড়ির মানুষজনের সঙ্গে ভদ্রতা	৮৫
মুসলিম পরিচয়	৮৬
সুন্দর আচার-আচরণ গড়ে তোলার টিপস	৮৮
শালীনতার পাঠ	**৯০**
শালীনতা শেখাতে নামাজ	৯২
দরজায় কড়া নাড়া	৯৩
আলাদা বিছানা	৯৪
ঘরের বাইরে	৯৫
সূরা নুর শেখান বাচ্চাকে	৯৭
সামাজিকতা	**১০২**
সালাম	১০২
দেখা-সাক্ষাৎ	১০৪
রাতে আত্মীয়দের বাসায়	১০৫
আত্মবিশ্বাস	১০৫
ভালো বন্ধু	১০৭
সুস্থ মানসিক বিকাশের বটিকা	১০৮
শেষ কথা	১১০

ভূমিকা

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য সিরাত গ্রন্থ। একেক বইতে নবিজির ﷺ জীবনকে উপস্থাপন করা হয়েছে একেকভাবে। তবে এ বইতে আমি তাঁর জীবনের একটা ভিন্ন দিক উপস্থাপন করব। আমার জানা মতে, এর আগে কখনো এ বিষয়টি নিয়ে কোনো একক বই রচিত হয়নি। এ বইটিতে আমি বলব– নবি ﷺ কীভাবে সন্তানদের মানুষ করেছেন, তাদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করেছেন, গড়ে তুলেছেন আগত প্রজন্মের দিশারি হিসেবে।

নবিজীবন নিয়ে কত যে বই রচিত হয়েছে, তার শুমার নেই। একেক বইতে নবিজির জীবনকে উপস্থাপন-বিশ্লেষণ করা হয়েছে একেকভাবে। তবে এ-বইতে তাঁর জীবনের এমন একটা দিক তুলে ধরব, যা আগে কখনো কোনো বইতে দেখা যায়নি।

বইটি মূলত লিখেছি ড. হিশাম আল-আওয়াদির *চিলড্রেন অ্যারাউন্ড দ্য প্রফেট* অবলম্বনে। বইটি পড়তে গিয়ে প্রিয়নবিকে এক নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। কত আঙ্গিক, কত ভূষণেই তো চিনি তাঁকে। কিন্তু নিজ হাতে তিনি কীভাবে সন্তান মানুষ করেছেন, তাদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করেছেন, গড়ে তুলেছেন আগত প্রজন্মের দিশারি হিসেবে– সে আলোয় তো কখনো দেখিনি তাঁকে!

তো, পড়তেই পড়তেই মনে ইচ্ছে জেগেছিল বইটি নিয়ে কাজ করার। মূল বইটিতে লেখকের নজর ছিল পশ্চিমা সমাজে বেড়ে উঠা শিশু-কিশোররা। এর অনেক কিছু আমাদের জন্য খাটে, অনেক কিছু আবার খাটে না। তা ছাড়া আমার নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনাও ছিল কিছু বিষয়ে। সব মিলিয়ে তাই বইটি হুবহু অনুবাদ না করে মূলটা আয়নায় রেখে নিজের মতো করে আমাদের উপযোগী করে সাজিয়েছি।

শিশুদের মানুষ করা, তাদের প্রয়োজন মেটানো, খুব কঠিন একটা কাজ। জন্মের পর থেকেই শুরু হয় শিশুদের 'মানুষ' করার সংগ্রাম। নবি ﷺ কীভাবে শিশু-কিশোরদের মানুষ করেছেন, সেই শিক্ষা থেকে রসদ কুড়িয়ে আমরা বর্তমান সমাজে কাজে লাগাব। নবিজির সঙ্গে মিশেছেন, তাঁকে নিজের চোখে দেখেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে দীপ্তিময় হয়ে পরবর্তী জীবনে যারা হয়ে উঠেছিলেন একেকজন আলোর মশাল– এমন বেশ কিছু কিশোর সাহাবিদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে আমাদের।

প্রথম অধ্যায়ে আমাদের সাক্ষাৎ হবে নবিজির ﷺ সঙ্গে। তাঁর পরশে রঙিন হওয়া বেশ কয়েকজন শিশু-কিশোর সাহাবিদের সঙ্গেও পরিচয় হবে আমাদের। নবিজির দয়া, ভালোবাসা, মমতার মতো যে বিষয়গুলো কিশোর সাহাবিদের মনে প্রভাব ফেলেছিল, সেসব বিষয়ে কথা হবে এখানে।

ইসলামের শুরুর দিকে মক্কা-মদিনায় বেড়ে উঠা নবীন সাহাবিদের পরিবার-পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়েও কিছু কথা হবে।

শিশু-কিশোরদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে আবেগ-ভালোবাসার গুরুত্ব অমূল্য। এখান থেকেই তৈরি হয় আধ্যাত্মিকতা এবং ঈমান রচনার ভিত। শিশুদের সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ এক আদর-মমতামাখা সম্বন্ধ গড়েছিলেন। তাদের মাঝে পুরে দিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস। শিশু-কিশোরদের সঙ্গে তাঁর ছিল ভালোবাসার সম্পর্ক। এ জন্য তিনি যখনই যা বলতেন, তারা খুব আগ্রহভরে লুফে নিতেন। মনোযোগী শ্রোতা হয়ে হৃদয়ে গেঁথে নিতেন তাঁর কথামালা। অর্জিত শিক্ষা চর্চা করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার বেলায় আমাদের বাবা-মায়েদেরও হতে হবে এমন। ভারী ভারী কথা আর ভাষণের চেয়ে সন্তানদের সঙ্গে আস্থা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়লে ইসলাম চর্চা করানোর ব্যাপারে বাবা-মায়েদের তেমন বেগ পেতে হবে না– দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসব কথাই বলা হয়েছে।

শিশু-কিশোরদের মাঝে ঈমান গেঁথে দিতে আগে বাবা-মায়েদের ইসলামের ধারক-বাহক হতে হবে। তাদের নিজেদের কথায় ও কাজে থাকতে হবে ইসলামের প্রতিচ্ছবি। তৃতীয় অধ্যায়ে নবিজির দয়া-মায়া ও ভালোবাসাবিষয়ক বেশ কিছু হাদিসের উল্লেখ করেছি। ইসলামের সঙ্গে সন্তানের নিবিড় বাঁধন গড়তে এগুলো কাজে লাগবে।

নবিজি শিশু-কিশোরদের কীভাবে আল্লাহর ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করতেন, তা নিয়ে কথা হবে চতুর্থ অধ্যায়ে। ইবাদতে অভ্যস্ত করার ব্যাপারে অভিভাবক ও সন্তান উভয়কেই ধৈর্য ধারণ ধরতে হবে। কাজটা করতে হবে ধাপে ধাপে। আর মূল দৃষ্টি থাকবে দৈনিক পাঁচবার নামাজের বিষয়ে। ইবাদতের বেশ কিছু ধরন শিশু, এমনকী কিশোরদের জন্যও বাধ্যতামূলক নয়। তাই সেসব ইবাদত তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর উপাসনার সঙ্গে একটা আত্মিক বন্ধন গড়ে তুলতে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ সেই কাজটি কীভাবে করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে এখানে।

শিশু-কিশোরদের মাঝে নৈতিকতার পাঠ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আজকের দুনিয়ায় এটা রপ্ত করাও বেশ তেমন। নবি মুহাম্মাদ ﷺ কীভাবে সে কাজটি আঞ্জাম দিতেন, তা-ই বলব পঞ্চম অধ্যায়ে।

শিশু-কিশোরদের মাঝে ঈমান গেঁড়ে দেওয়া গেলে, আল্লাহর ইবাদত চর্চায় অভ্যস্ত করা গেলে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মাঝে নীতি-নৈতিকতা গড়ে উঠবে। ওয়াজ-মাহফিল, লেকচার-বক্তৃতা করে বাচ্চাদের মাঝে মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় না। বাবা-মা আচার-আচরণের মাধ্যমে যত কার্যকরভাবে শিশুদের মাঝে এই বোধ গড়ে তুলতে পারবে, তা আর অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়; এটাই ছিল নবিজির শিক্ষা।

যৌনতা বা শারীরিক আকর্ষণের বিষয়ে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে কথা বলাটা আমাদের সমাজে যেন অঘোষিত 'পাপ'। অথচ নবিজির সুন্নাহ তো বটেই; কুরআনের মাঝেও রয়েছে এ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা।

বাড়ন্ত বয়সে এ বিষয়গুলো তাদের মাঝে খোলাসা না করলে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের গ্রাসে পরিণত হয় তারা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি তাই দেখাব, নবি মুহাম্মাদ ﷺ কীভাবে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে এসব বিষয় সামাল দিয়েছেন, তাদের শারীরিক আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যৌনতা বর্তমান সময়ে ঢুকে পড়েছে ঘরের কোণে কোণে। তাই সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বাবা-মা এসব বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। এসব বিষয়ে তারা কীভাবে শিশু-কিশোরদের মার্জিত করবেন, এ অধ্যায়ে সেসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়ে কথা বলব সামাজিকতা নিয়ে। মানুষ সামাজিক জীব। প্রাচীনকাল থেকে এভাবেই তাদের বসবাস। এভাবেই তাদের বিকাশ। কিন্তু বর্তমান সময়ে সবাই যেন কেমন নিজের কুঁড়েঘরে বন্দি থাকে। অনেকের সঙ্গে শিশু-কিশোররা সহজে মিশতে পারে না। স্কুল-কলেজ পেরিয়ে জীবনের বাস্তব মঞ্চে নিজেকে মেলে ধরতে হিমশিম খায়; সমাজের কার্যকর অংশ হতে পারে না। নিজেদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে ভোগে হীনম্মন্যতায়। এ অধ্যায়ে দেখব, নবি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর অনুপম আদর্শের মাধ্যমে এক আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন মুসলিম হিসেবে গর্বিত এক প্রজন্মধারা। বাসাবাড়িতে বাবা-মায়ের প্রচেষ্টা যেন নস্যাৎ হয়ে না যায়, এ অধ্যায়ে থাকবে তার টোটকা।

চলুন, তাহলে শুরু করি...

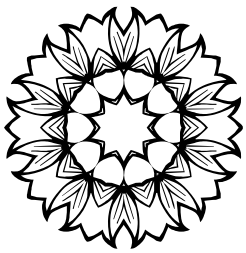

শিশু-কিশোরদের চোখে নবিজি ﷺ

যদি এক শব্দে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে নবিজির আচার-ব্যবহার তুলে ধরতে চাই, তাহলে সেই শব্দটা হবে 'দরদ'। তরুণ সাহাবি আনাস (রা.) বলছেন–

> 'আমি শিশুদের প্রতি নবিজির চেয়ে বেশি দরদি আর কাউকে দেখিনি।'

নারী ও শিশুদের তিনি কখনোই শারীরিক শাস্তি দেননি। বাবা-মায়ের ভুলের জন্য কখনো কোনো সন্তানকে দোষারোপ করেননি। অথচ তখনকার সমাজব্যবস্থা এমন ছিল, একজনের ভুলের জন্য গোটা পরিবার বা গোত্রকেই দায়ী করা হতো।

শুধু কি মুসলিম শিশু? অমুসলিম, এমনকী বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে জন্ম নেওয়া শিশুদের প্রতিও ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ। একবার এ রকম অবৈধ গর্ভধারণকারী এক নারী নবিজির কাছে এলেন নিজের দোষ স্বীকার করে ইসলামের শাস্তি মাথা পেতে নিতে। কিন্তু শাস্তি প্রয়োগ না করে নবিজি বললেন– 'ফিরে যাও, বুকের দুধ না ছাড়া পর্যন্ত বাচ্চাকে দুধ পান করাও।'

একবার এক ইহুদি শিশুর আরোগ্য কামনায় নবিজি তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

আরেকবার কী হলো– এক নারীর বাচ্চা আল্লাহর রাসূলের কোলে। হঠাৎ বাচ্চাটা তাঁর কাপড়ে প্রস্রাব করে দিলো। এতে নবিজি মোটেও রাগ করলেন না, বিরক্তও হলেন না। শুধু কাপড়ের ওপর কিছু পানির ছিটা দিলেন। এটাই ছিল শিশুদের প্রতি নবিজির আচরণ।

বাচ্চাদের যে অপরিসীম ভালোবাসা প্রয়োজন, এটা তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। জানতেন– শিশুরাও অন্যের কদর চায়, সম্মান চায়; নিগৃহীত, অবহেলিত হতে চায় না। আনাস (রা.) বলেছেন–

> 'একবার আমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিলাম। তখন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নবিজি ﷺ আমাদের সালাম দিলেন।'

আমাদের নবিজি ﷺ মাঝেমধ্যে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে হালকা রসিকতাও করতেন। মাহমুদ বিন রাবিয়া বলছেন–

> 'আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। মনে আছে, নবিজি ﷺ একবার বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে মজা করে আমার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।'

ভালো লাগার বা আনন্দের স্মৃতিগুলো বাচ্চারা কখনো ভোলে না। নবিজি জানতেন, শিশুরা চমক পছন্দ করে, উপহার পেতে ভালোবাসে। তারা মিষ্টি জাতীয় খাবার, কাপড়চোপড় ইত্যাদি জিনিস খুব পছন্দ করে। তাই মৌসুমের প্রথম ফল পাকলে যখন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি প্রথমে সেগুলোর প্রাচুর্যের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। এরপর আশেপাশের কচি-কাঁচাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তিনি উপহারগুলো সব সময় সশরীরেই দিতেন। কারণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে উপহারের চেয়ে সশরীরে উপস্থিতি বেশি কার্যকর।

শিশু-কিশোরদের মাঝে দায়িত্ববোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তোলার জন্য মাঝে মাঝে তিনি তাদের বিশেষ কিছু কাজ করতে দিতেন। কেউ একজন তাদের ওপর আস্থা রাখছে, এটা শিশু-কিশোররা খুব পছন্দ করে। এটা তাদের দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দেয়। একবার কিশোর বয়সে আনাস (রা.)-কে এমন একটি কাজ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে মায়ের কাছে ফিরতে ফিরতে তার দেরি হয়ে যায়। মা জিজ্ঞেস করলেন– 'কী ব্যাপার? দেরি হলো কেন?'

আনাস বললেন– 'নবিজি আমাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন।'

'কী কাজ?'

'বলা যাবে না, গোপনীয়।'

চিন্তা করা যায়, রাসূলের আস্থা তাকে অতটুকু বয়সে কতটা দায়িত্ববান করেছিল!

কাজবাজ করতে গিয়ে বড়ো বড়ো মানুষদেরই কত ভুল হয়। সেখানে শিশু-কিশোরদের ভুল হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক বিষয়। নবিজির সময়ের শিশুরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাদেরও ভুল হতো, তাদেরও মনে করিয়ে দিতে হতো, বাজে আচরণ শুধরে দিতে হতো।
একবার এক ছেলে খেজুর গাছে পাথর ছুড়ছিল। ছেলেটিকে নবিজির কাছে আনা হলো। নবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন–

> 'কীরে বাবা, খেজুর গাছে পাথর ছুড়ছ কেন?'
> 'খেজুর খেতে।'
> 'শোনো, এভাবে গাছে পাথর ছুড়তে হয় না। নিচে যেগুলো পড়ে থাকবে, সেখান থেকে খাবে।'

এরপর তিনি ছেলেটির মাথায় চাপড় মেরে দুআ করে বললেন–

> 'আল্লাহ তোমাকে পর্যাপ্ত খাওয়ার তাওফিক দান করুন।'

মুহাম্মাদ ﷺ-এর সততার বিষয়টি নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি শুধু নিজের ব্যাপারেই সৎ ছিলেন না; অন্যদেরও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। এমনকী বাচ্চাকাচ্চাদের যেন বাবা-মা ধোঁকা না দেয়, মিথ্যে না বলে, সে বিষয়েও খেয়াল রাখতেন।

একবার বন্ধুদের সঙ্গে এক ছেলে খেলছিল। তার মা এসে কিছু একটা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে ডাকতে লাগলেন। বিষয়টা নবিজির চোখে পড়ল। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'ওকে কী দেবেন?'

'এই তো কিছু খেজুর আর কী।'

'যদি না দেন, তাহলে কিন্তু তা আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা হিসেবে গোনাহ লেখা হবে।' বললেন রাসূল ﷺ।

তিনি সত্যবাদিতার বিষয়টি ছেলেটিকে সরাসরি বললেন না বটে, কিন্তু পাশ থেকে সে ঠিকই শুনে নিল। তাই বড়ো হয়ে সে অন্যদের এই ঘটনা জানাতে ভোলেনি। এভাবে বাচ্চাদের সঙ্গে মজা করার সময়ও নবিজি কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি।

কিশোরদের চোখে নবি মুহাম্মাদ ﷺ

নবিজিকে সাধারণত আমরা বয়স্কদের চোখে দেখে অভ্যস্ত। সিরাত গ্রন্থগুলোতে তাঁকে একজন আদর্শ পুরুষ, নেতা, স্বামী ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকায় দেখে থাকি। তবে একজন শিশু বা কিশোরের চোখে তিনি কেমন ছিলেন, এ বিষয়টা খুব একটা পাওয়া যায় না।

আমরা জানি, তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। এরপর মক্কায় কাটিয়েছেন ১০ বছর। বাকি ১৩টি বছর কাটিয়েছেন মদিনায়। আমরা যখন কিশোরদের চোখে নবিজিকে দেখব, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ ও ৫০-এর কোঠায়। মাদানি জীবনের শেষের দিকে তো সেটা একেবারে ৬০-এর কোঠায়। আল্লাহর রাসূলের বয়সের বিষয়টা মাথায় রাখলে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণের ঘটনাগুলো সহজেই মনের চোখে দেখা সম্ভব হবে।

প্রথমেই দেখি, শিশু-কিশোরদের চোখে তাঁর মুখখানি কেমন দেখাত।

জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই একটি শিশু পরিচিত মুখ দেখে হাসে, আবার কারও কারও চেহারা দেখে ভয়ে কান্না করে। যার চেহারা দেখে ভালো লাগে, তার মুখ দেখে বাচ্চারা হাসে, আনন্দ পায়।

২০০৪ সালের এক গবেষণায় একটি মজার তথ্য উঠে এসেছে। এক্সেটর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অ্যালান স্ন্যাটারও তার সহকর্মীরা শিশুদের নিয়ে একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন। সে গবেষণায় মাত্র একদিনের শিশুও ছিল।